জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল: হানিফ

জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি বলেন, ভোটের যে ফলাফল হবে মেনে নেবে আওয়ামী লীগ। জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল।

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রে সকাল সোয়া ৮টায় ভোট দেয়ার পর কুষ্টিয়া-৩ আসনে নৌকার প্রার্থী মাহবুব-উল আলম হানিফ এ কথা বলেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে হানিফ বলেন, আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকার বিরুদ্ধে অনেকেই এজেন্ট হতে চান না, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এজেন্ট খুঁজে না পেয়ে সেই দোষ আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে।

বিএনপি সম্পর্কে তিনি বলেন, এরা সন্ত্রাসী জঙ্গি দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রতি জনগণের ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ৪টি সংসদীয় আসনে ৫৭৮টি ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে ভোট গ্রহণ চলছে।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য করতে জেলায় ১২ প্লাটুন সেনা, ৯ প্লাটুন বিজিবি, ৩৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট, ৪ জন বিচারক দায়িত্ব পালন করবেন। ৫৭৮টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৪৬টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১৪ থেকে ১৮ জন পুলিশ ও আনসার মোতায়েন রয়েছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেছেন, পুলিশ-র্যাবের পেট্রোল, মোবাইল, স্ট্রাইকিং ও স্ট্যান্ডবাই ফোর্স কাজ করছে। ৪ দিন ধরে আমদের কেন্দ্রভিত্তিক পেট্রোল চলছে। তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তার কোন ঘাটতি নেই।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তনু।

কুষ্টিয়া-২ মিরপুর ভেড়ামারা আসনে জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ দলের প্রাপ্তি হিসেবে নৌকা প্রতীকে চতুর্থবারের মতো নির্বাচন করছেন। এই আসনে আওয়ামী লীগ নেতা, মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে কামারুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনে নৌকার প্রার্থী বর্তমান বর্তমান সংসদ সদস্য সারোয়ার জাহান বাদশার সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য রেজাল হক চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আর কুষ্টিয়া -৪ কুমারখালী খোকসা আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছেন সাবেক এমপি স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রউফ।

কুষ্টিয়ার চারটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ লক্ষ ১৪২ হাজার ৯১২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৫১৬ জন এবং নারী ভোটার সংখ্যা ৮লক্ষ ২১ হাজার ৩৮৮ জন।

এখন পর্যন্ত একটি আসনের কোথাও কোনো ধরনের সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলছে ভোট গ্রহণ

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলার সকল ভোটকেন্দ্রে চলছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ কার্যক্রম। সকাল আটটা থেকে শুরু হয় ভোট গ্রহণ কার্যক্রম।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বালিকা স্কুল কেন্দ্র পদ্মবিলা ইউনিয়ন খেজুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেন্টার মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেন্টার কুতুবপুর ইউনিয়নের সেন্টার সহ

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের খাসকররা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হাকিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিওরবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ষোড়দাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ভোট গ্রহণ কার্যক্রম। এ সময় সকল কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান কোন প্রকার অপ্রতিকার কর্মকাণ্ড ছাড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলছে ভোট গ্রহণ কার্যক্রম এবং ভোটার উপস্থিতি যথেষ্ট ভালো।

মেহেরপুরে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টায় আটক-২

মেহেরপুরে-১ সংসদীয় আসনের অন্তর্গত মেহেরপুর শহরের এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ও সদর উপজেলার কাঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার সময় দুইজনকে আটক করেছে প্রশাসন।

রবিবার সকাল ১০ টার দিকে এসএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে থানাপাড়ার মফিজুল নামের এক যুবক এবং কাঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে মাসুদ নামের এক যুবককে আটক করেছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

কাঠালপোতা কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ওমর ফারুক আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও এসএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আবুল কালাম আজাদ জাল ভোট সংক্রান্ত বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী মান্নানের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ ইসির

আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) রাতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের উপসচিব (আইন) মো. আব্দুছ সালাম স্বাক্ষরিত এই সংক্রান্ত নির্দেশনা মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার দোলন কান্তি চক্রবর্তী বলেন, ‘আজ শুক্রবার ৫ জানুয়ারি আমি চিঠিটি হাতে পেয়েছি। পাবলিক প্রসিডিউটরের সাথে আলোচনা করে মামলার সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ‘

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান ইসির নির্দেশনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে সংশ্লিষ্ট জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দেওয়া রিপোর্টার ভিত্তিতে ইসি এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। তবে বিষয়টি তাৎক্ষণিক আমলযোগ্য নয়। নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে মামলা দায়ের করা হবে।’

চাকরিবিধি ও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনে সাইদুরকে

শোকজ

অসুস্থতা জনিত ছুটি নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়া সাইদুর রহমানকে স্বপ্রনোদিত শোকজ করেছে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি। সাইদুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের মৃত ফরাতুল্লাহ্’র ছেলে।তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা পল্লী সঞ্চয় অফিসের মাঠ সহকারী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন এই স্বপ্রণোদিত শোকজ করেন।



নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২৭ ডিসেম্বর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়। কমিটি জানতে পারে মোঃ সাইদুর রহমান রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকে মাঠ সহকারী কর্মকর্তা। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলায় কর্মরত। তবে অসুস্থতাজনিত ছুটি নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিয়েছেন। কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সরকারী কর্মচারী হয়েও নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিয়ে সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ২৫ (৩) লঙ্ঘন করেছেন। আগামী ১ জানুয়ারি সকাল ১১ টার সময় তাকে স্বশরীরে মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে হাজির হয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

মেহেরপুরের দুটি আসনে সংসদ নির্বাচন কে সামনে রেখে র্যাবের টহল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে সামনে রেখে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন সদস্যরাও মাঠে নেমেছে।

দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও গতকাল শুক্রবার থেকে র্যাব টহল কার্যক্রম শুরু করে।

র্যাব ১২ সিপিসি ৩ মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্প কমান্ডার সহকারী সিনিয়র পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান জানিয়েছে, র্যাব সদও দপ্তরের নির্দেশনা অনুয়ায়ী মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকায় র্যাব সদস্যরা টহল শুরু করেছে।

তিনি আরো বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংষদ নির্বাচনে যে কোন অপ্রিতিকর ঘটনা দেশ বিরোধী কর্মকান্ড সহ যে কোন অপরাধ মুলক কর্মকান্ড থেকে দেশ ও জনগনকে রক্ষার্থে র্যাবের এই টহল কার্যাক্রম চলমান থাকবে। তারই ধারাবহিকতায় প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় র্যাব সদস্যরা তাদের টহল জোরদার করেছে।

২২ দিনেই রেমিটেন্স এলো ১৫৭ কোটি ডলার, মাস শেষে ছাড়াবে ২

বিলিয়ন

বর্তমান বিশ্ব পেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে আলোচিত ও উদ্বেগজনক সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের উল্লম্ফন অব্যাহত রয়েছে। অক্টোবর, নভেম্বরের পর বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরেও রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বমূখী ধারা অব্যাহত আছে।

অক্টোবরের পর নভেম্বর মাসেও প্রায় ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। অক্টোবরে পাঠিয়েছিলেন ১৯৭ কোটি ৭৫ লাখ (১.৯৮ বিলিয়ন) ডলার; নভেম্বরে এসেছিল ১৯৩ কোটি (১.৯৩ বিলিয়ন) ডলার। বিশ্লেষকরা বলছেন ডিসেম্বরে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স দেশে আসবে—এটা এখন নিশ্চিত করে বলা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক রোববার রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, বিদায়ী ২০২৩ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরের প্রথম ২২ দিনে (১ থেকে ২২ ডিসেম্বর) ১৫৬ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছে। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৭ কোটি ১৩ লাখ ডলার। মাসের বাকি ৯ দিনে (২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর) এই হারে রেমিটেন্স আসলে মাস শেষে রেমিটেন্সের অঙ্ক ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে ২ দশমিক ২১ বিলিয়ন (২২১ কোটি ১৫ লাখ) ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে। আর সেটা হলে ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স আসবে ডিসেম্বরে; গত জুনে ২.২০ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছিল দেশে।

গত বছরের ডিসেম্বরে এসেছিল ১৬৯ কোটি ৯৭ লাখ ডলার রেমিটেন্স। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৫ কোটি ৪৮ লাখ ডলার। নভেম্বরের রেমিটেন্স ছিল গত বছরের নভেম্বরের চেয়ে ২১ শতাংশ বেশি। ২০২২ সালের নভেম্বরে ১৫৯ কোটি ৫২ লাখ (১.৫৯ বিলিয়ন) প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। অক্টোবরে প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার; নভেম্বরে এসেছিল ৬ কোটি ৪৩ লাখ ডলার।

ব্যাংকগুলোর আড়াই শতাংশ বাড়তি প্রণোদনায় প্রবাসী আয় বাড়ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। এছাড়া অনেক ব্যাংক বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দামে রেমিটেন্স সংগ্রহ করায় প্রবাসী আয় বাড়ছে বলে জানিয়েছেন তারা।

গত সেপ্টেম্বরে ১৩৩ দশমিক ৪৪ কোটি (১.৩৩ বিলিয়ন) ডলারের রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। একক মাসের হিসাবে যা ছিল সাড়ে

তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

২০২০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। দেশে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় লকডাউন; সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। কমতে শুরু করে রেমিটেন্স। সেই ধাক্কায় ২০২০ সালের মার্চে রেমিটেন্স ১২৭ কোটি ৬২ লাখ ডলারে নেমে আসে। এপ্রিলে তা আরও কমে ১০৯ কোটি ২৯ লাখ ডলারে নেমে আসে।

এর পর থেকে অবশ্য রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, ডিসেম্বরের ২২ দিনে বেসরকারি ৪৩ ব্যাংকের মাধ্যমে ১৩৭ কোটি ১৯ লাখ ১০ হাজার ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ছয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১৩ কোটি ৮৫ লাখ ২০ হাজার ডলার। বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৫ কোটি ৪৭ লাখ ২০ হাজার ডলার।

এর বাইরে ৯ বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৪৩ লাখ ৩০ হাজার ডলার। দুই বছর পর গত ২২ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স—সব পর্যায়ে ডলারের দর ৫০ পয়সা করে কমানোর ঘোষণা দেয় বিদেশি মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি)। ২৩ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

২৯ নভেম্বর আরও ২৫ পয়সা কমানো হয়। দুই সপ্তাহ পর গত ১৩ ডিসেম্বর আরও ২৫ পয়সা কমানোর ঘোষণা দিয়েছে বাফেদা ও এবিবি। রোববার থেকে যা কার্যকর হয়েছে। এ নিয়ে তিন সপ্তাহের ব্যবধানে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার বিপরীতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারের দর ১ টাকা কমেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স ও রপ্তানি আয়ের ডলার ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা দরে কিনবে ব্যাংকগুলো। আর আমদানি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ১১০ টাকা দরে বিক্রি করবে।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন মারা গেছেন

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি….রাজিউন)। শনিবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা যান তিনি।

রাজধানীর বারিধারা জামে মসজিদে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বাদ জোহর দ্বিতীয় জানাজা, এরপর আজিমপুর কবরস্থানে মা-বাবার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে।

নির্ভীক সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ছাত্রজীবনে স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করে ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন যান এবং মিডল টেম্পল-ইন এ ভর্তি হন। সেখান থেকে ফিরে এসে ১৯৬৫ সালে তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের লন্ডন প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউটেরও একজন সদস্য ছিলেন। ইউরোপীয় কমন মার্কেট কমিশনের আমন্ত্রণে তিনি ব্রাসেলস পরিদর্শন করেন। চীনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১৯৬৯ এবং ১৯৮৯ সালে সরকারি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে চীন সফর করেন।

১৯৬৯ সালে বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর ইত্তেফাক সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেন। পরে ১৯৭৩ সালে ইত্তেফাকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন।

একই বছর বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া-কাঁঠালিয়া আসন থেকে নির্বাচিত হন। সংসদে তিনি নিবর্তনমূলক যেকোনো আইন পাসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার

পরিপন্থী রাষ্ট্রপতির ৫০ নম্বর আদেশ জারির সময় তিনি বিরোধিতা করেন। পরবর্তীকালে সরকার আদেশটি রদ করে। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তন করে বাকশাল শাসন প্রবর্তন হলে প্রতিবাদ স্বরূপ সংসদ সদস্য পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর তিনি দেশে গণতন্ত্র ও বেসামরিক সাংবিধানিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেন। গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতাদের একটি ঐক্যমঞ্চে শামিল করতে তৎপর হন। দেশে একটি ভারসাম্যমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি ব্যক্তিগতভাবেও উদ্যোগ নেন। এই প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার কাজে তিনি যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখন সরকার তাকে ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার করে। তিন মাস ডিটেনশনে আটক রাখার পর ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে উদার ও স্বাধীন মতামত রাখার জন্য তিনি ‘নিউ নেশন’ নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন, যা পরবর্তীকালে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি ও প্রেস কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশে প্রথম গঠিত প্রেস কমিশনেও তাকে সদস্য করা হয়। প্রেস কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন (২০০০-২০০১) এবং আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষায় মূল্যবান অবদান রাখেন।

১৯৯০ সালে বহুল আলোচিত ‘৩১ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি’র তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা এবং স্বাক্ষরদাতা। এই বিবৃতিতে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে নির্দলীয় জাতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। দেশ ও জাতির বিপদকালে বিবেকবানদের নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত নয়, এই উপলব্ধি থেকেই তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ওয়ান-ইলেভেনের পর তিনি এক বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের

দায়িত্ব পালন করেন। শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষায় এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ‘বাংলাদেশ: বাস্তবতা ও প্রত্যাশা’, ‘গণতন্ত্রের সাফল্য চাহিয়াছি’, ‘ঘুরে দাঁড়াতে হবে’, ‘আমার জীবন আমাদের স্বাধীনতা’, ‘বাংলাদেশ: কি চেয়েছি, কি পেয়েছি’, ‘অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া’ প্রভৃতি।

সূত্র: ইত্তেফাক

ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিযুক্ত মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে’ ভূষিত করেছে আইওএম এবং জাতিসংঘ সমর্থিত গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থা।

গত শুক্রবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে দুবাইতে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-কপ ২৮ এর সাইডলাইনে একটি উচ্চ-স্তরের প্যানেল অধিবেশনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্রদূত ডেনিস ফ্রান্সিস এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গাইনাইজেশন ফর মাইগ্রেশন-আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপের কাছ থেকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

কপ-২৮ এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের প্রধান তথ্যমন্ত্রী এ সময় ‘অভিযোজন এবং সহনশীলতার জন্য জলবায়ু গতিশীলতাকে বাগে আনা’ শীর্ষক উচ্চ-স্তরের এ প্যানেল অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।